4.1

ছোটদের খেলা

২০৫৮

১৮-

ছোটদের খেলা

ইনডোর-আউটডোর গেমস্

৪'৯
১০৫৬

শুধু পড়া নয়, শিশুরা খেলতে চায়। পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধূলার ব্যবস্থা করলে তারা খুবই আনন্দ পায়। তাদের আনন্দ দেবার জন্যই আমাদের এই আয়োজন।

বইটিতে দেশীয় কয়েকটি মজাদার খেলার কথা লেখা হয়েছে। এসব খেলা আগে খুবই চালু ছিল। এখন লুপ্ত হওয়ার মুখে। এখানে ওখানে অনেক ঘোরাঘুরি করে, এসব খেলার নিয়ম সংগ্রহ করেছি। সেই সব নিয়ম অনুসরণ করে, শিশুদের খেলা শেখালে আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠবে তারা। লুপ্তপ্রায় খেলাগুলি আবার সচল ও সজীব হয়ে উঠবে।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৬ শিশিরকুমার চক্রবর্তী

শিশু বিকাশ কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শিশু বিকাশ কেন্দ্রের পক্ষে
শ্রীঅলোক মুখোপাধ্যায়
৫৭বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

[শিশু বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য : ছয় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

যে সকল খেলার কথা আছে এতে

১। আনিমানি খেলা ... ১
২। আগডুম বাগডুম খেলা ... ২
৩। ইকির মিকির খেলা ... ৩
৪। রুমাল চুরি খেলা ... ৫
৫। কানামাছি খেলা ... ৭
৬। দাগ কাটাকাটি খেলা ... ৯
৭। আবোড় ডাবোড় খেলা ... ১০
৮। ডাল দি ভাত দি খেলা ... ১১
৯। কু ঝিক ঝিক খেলা ... ১৩
১০। খেলার নাম মুরগী লড়াই ... ১৪
১১। জল ডেঙ্গাডেঙ্গি খেলা ... ১৬
১২। আলুই মালুই খালুই দাও খেলা ... ১৮
১৩। এলাটিং বেলাটিং খেলা ... ২০
১৪। নাম পাতাপাতি খেলা ... ২২
১৫। খেলার নাম লুকোচুরি ... ২৪
১৬। ইঁদুর বিড়াল খেলা ... ২৬
১৭। হুস্ হুস্ খেলা ... ২৭
১৮। একা দোকা খেলা ... ২৯
১৯। বুড়ি বসন্তি খেলা ... ৩২

বিশ্ব শিশু সঙ্গীত

টাটকা বাদামী রুটির রঙের, শিশু আছে কত শত,
কোন কোন শিশু হলুদ বরণ, টুকটুকে লাল কেহ,
কোন কোন শিশু শুভ্র সফেদ, কালীয় বরণ দেহ,
রঙের তফাত তবু যে তাহারা শিশু তোমাদেরি ম'ত।

কোন কোন শিশু ভাত খায়, কেহ ভুমুরের অতি ভক্ত ;
আইস ক্রিম কেহ খায়, কেহ 'রোস্টেড পিগ' চায়,
মাছ ভালবাসে কোন শিশু, কেহ আইরিশ-স্টু খায়,
খাদ্য আলাদা হতে পারে তবু শিশু তোমাদেরই ম'ত।

কোন কোন শিশু "ইয়েস" বলে ও "জা" বলে যে শিশু কত ;
কেহ কেহ বলে "ও-কে" অনেকে 'ডা-ডা' বলে শুনেছ কি !
বলে তো "আউ-ই" কোন কোন শিশু, কেহ কেহ বলে 'সি'
শব্দের গরমিলেও তারা যে, শিশু গো আমারই ম'ত।

কোন শিশু পরে 'ফার'-এর পোশাক, 'রিবোজো'ও পরে কত ;
কোন কোন শিশু কিমানো পরে যে, কেহ কেহ সোয়েটার,
উলঙ্গ হয়ে কত শিশু থাকে—মায়েরা নির্বিকার,
পোশাকে পৃথক তবুও তারা যে শিশু আমাদেরি ম'ত।

ইট পাথরের ইমারত মাঝে বাস করে শিশু কত,
কত শিশু থাকে ফুটপাতে, আর কত শিশু কুঁড়ে ঘরে,
মরুভূমি মাঝে সাগর কিনারে কত শিশু বাস করে,
পৃথক আবাস, তবু তারা হায় শিশু যে আমারই ম'ত।

জোহান নামটি কতই শিশুর, জন নামও ধরে কত ;
কতনা শিশুর হ্যানসেল নাম, কেহ বা জুয়ান হায়,
কারও কারও নাম অংকেল, নামে কিবা আসে যায়,
আমরা সবাই সমান, থাকুক নামের বিভেদ যত।

উত্তরে বাস করে কেহ, কেহ পূবে, পশ্চিমে কত,
কেহ দক্ষিণে সকল দেশের সেরা নহে কোন দেশ তো,
তুষার শীতল দেশে কেহ থাকে, কোথাও গরম বেশ তো,
শিশুতে শিশুতে ভেদাভেদ নেই, দেশভেদ থাক যত।

(ইউনিসিফের সৌজন্যে প্রাপ্ত ইংরাজী সঙ্গীতের বঙ্গানুবাদ করেছেন—শিশিরকুমার চক্রবর্তী)

THE WORLD'S CHILDREN'S SONG

Some children are brown like newly baked bread,
Some children are yellow and others are red,
Some children are white there are black children too,
Their colours are different but they are childern like you.

Some children eat rice and some prefer figs,
Some children like ice-cream and some roasted pigs,
Some children like fish and some like Irish stew,
Their foods may be different but they are children
like you.

Some say "yes", others say "ja"
Some say "O-kay" and some say "da da",
Some say "oui" and others say "si",
Their words may be different but they are children
like me.

Some children wear furs and some wear rebozos,
Some children wear sweaters and some wear kimono,
Some children go naked—their mothers don't fuss,
The clothes may be different but they are children like us.

Some children have houses of stone or bricks,
Some live in snow igloos or huts made of sticks,
Some live in the desert, some live by the sea,
Their homes may be different but they are children
like me.

Some are called Johann, and some are called John,
Some are called Hansel and some are called Juan,
Some are called Yonkel, but what's in a name ?
Our names may be different but we are the same.

Some live in the north, some east and some west,
Some live in the south, and no one place is best,
Some live where it's cold, others live where it's hot,
Their countries are different but the children are not.

[Received through the courtesy of the UNICEF ;
The Regional Office for South Central Asia,
11, Jor Bagh, New Delhi-110003]

আমি মামি খেলা

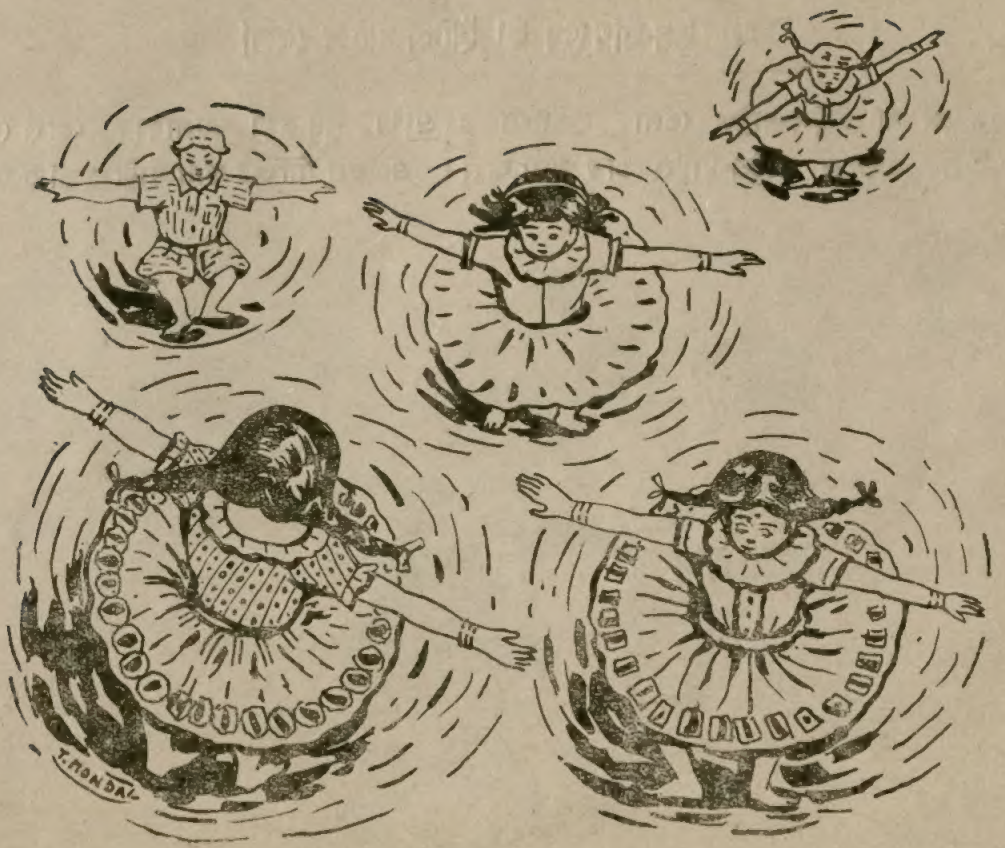

এ খেলার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দু হাত পাশে ছড়িয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে সুর করে বলবে—

আমি মামি জামি না
পরের ছেলে মামি না।

ঘোরার সময় বাকি খেলুড়েদের গায়ে হাত লাগলে চলবে না। তাই একের থেকে অপরে বেশ দূরে দূরে থাকবে। ঘুরতে ঘুরতে যে যখন ক্লান্ত হয় বসে পড়ে। সব শেষে যে বসে, তারই জিত।

আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম বা হাঁটুল-মাটুল খেলা

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম বা হাঁটুল-মাটুল খেলার রকম-সকম এক। শুধু ছড়া আলাদা। ছেলে মেয়েরা পা মুড়ে গোল হয়ে বসবে। এ ধরনের বসাকে হাঁটুল-মাটুল হয়ে বসা বলে। একজন বিজের ডান হাঁটুতে হাত দিয়ে শুরু করে সবার

হাঁটু ছুঁয়ে ছড়ার এক একটি পদ বলবে। যার হাঁটুতে ছড়াটি বলা শেষ হবে সে এক হাত দিয়ে হাঁটু ধরে থাকবে। যখন তারও দুটি হাঁটুতেই ছড়া বলা শেষ হবে তখন সে বাদ যাবে খেলা থেকে।

আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম খেলার ছড়া

আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম
ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাল মেগর
ঘুঙ্গুর বাজে॥
বাজতে বাজতে
চলল চুলি।
চুলি গেল সেই
কমলা পুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা
সুয্যি মামার বিয়েটা।
আয় কমলা হাটে যাই
পান সুপুরি কিনে খাই।
জোছ্‌না রাতে ফটিক ফোটে
কদম তলায় কে!
বন্দ ঘোষের বেটা আমি
ঘোম্‌টা টেনে দে।

হাঁটুল-মাটুল খেলার ছড়া

হাঁটুল-মাটুল শ্যামলা শাঁটুল
শ্যামলা গেছে হাটে।
শ্যামলাদের ছেলে মেয়ে
পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদবা আর কেঁদবা
ছোলা ভাজা দোব।
এবার যদি কাঁদ তবে
তুলে আছাড় দোব।

হাকির-মিকির খেলা

ছেলে মেয়েরা দু হাত মাটিতে উপুড় করে পেতে গোল হয়ে বসবে। একজনের শুধু বাঁ হাত মাটিতে পাতা থাকবে। সে ডান হাতের তর্জনী আঙুলের ডগা দিয়ে প্রত্যেকের হাতের পাতার মাঝখানটি ছুঁয়ে খেলার ছড়াটির একটি করে পদ বলে যাবে। যার যে হাতে ছড়াটি শেষ হল সে সে-হাতটি দিয়ে পেটটি চেপে ধরবে। আবার যখন তার অন্য হাতে

ছড়াটি শেষ হবে সে তখন সে-হাতটি কপালে রাখবে। এইভাবে সর্বপ্রথম যে হাত দিয়ে পেট ও কপাল ছুঁয়ে থাকবে—তখন যে ছড়া বলে খেলা পরিচালনা করছে সে প্রশ্ন করবে—কপালে কি ?

—সিঁদুর

আমায় একটু দিবি ?

—কোদাল দিয়ে চেঁছে নে।

কপাল থেকে সিঁদুর চেঁছে নিয়ে নিজের কপালে পরার ভান করবে খেলার পরিচালক। তারপর আবার প্রশ্ন করবে—

পেটে কি ?
—ছেলে।
কাঁদছে কেন ?
—দুধ ভাত খাবার জন্যে।
এই যে দুধ ভাত দিয়ে গেলাম।
—মামাদের বিড়ালে খেয়ে গেল।
বিড়াল কোনদিকে পালাল ?
—এই এল তলা
বেল তলা
ঘুড়ি মাসির কুল তলা
দিয়ে পালাল।

ছড়ার শেষ লাইনটি বলার সময় পরিচালক খেলুড়েকে কাতুকুতু দেবে। সে হাসবে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাসবে। এইভাবে খেলা চলবে।

রুমাল চুরি খেলা

ছেলে মেয়েরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াবে। দুটি হাত যতদূর পারা যায় দুদিকে প্রসারিত করে দেবে। তারপর যে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে সে সেখানে বসে পড়বে।

একজন হাতের মুঠোয় রুমাল নিয়ে ছেলে মেয়েদের পিছনে দাঁড়িয়ে তাদিকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। ঘুরতে ঘুরতে কারও পিছনে রুমালটি ফেলে দেবে। কারও ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকান চলবে না। রুমাল ফেলার পর, সে যদি

বুঝতে পারলে ভালই। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে রুমাল নিয়ে ঘুরতে শুরু করবে। তার ফাঁকা জায়গায়,

যে রুমাল ফেলেছে সে বসবে। আর বুঝতে না পারলে যে রুমাল ফেলেছে সে ঘুরে এসে তার পিঠে কিল মারবে। তখন সে জায়গা ছেড়ে উঠে রুমাল নিয়ে ঘুরতে শুরু করবে।

কানামাছি খেলা

প্রথমে 'উবু দশ' গুনে কে কানামাছি হবে তা ঠিক করতে হবে। গণনাকারী তার হাতের আঙুল দিয়ে মুখে আলতো ভাবে চাপড় মেরে 'উবু' বলে নিজের থেকে পরপর ছেলেমেয়েদের এইভাবে গুনবে—উবু, দশ—কুঁড়ি—তিরিশ

চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর—আশি—বব্বই—শ। যে 'শ' হবে সে বাদ যাবে। এইভাবে গুনতে গুনতে শেষে যে পড়ে থাকবে সেই-ই হবে কানামাছি। তখন তার চোখে ভালভাবে রুমাল বেঁধে দেওয়া হবে যেন সে দেখতে না পায়।

তারপর তার চোখের সামনে হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞাসা করবে—কটা আঙুল নড়ছে? উদ্দেশ্য সে দেখতে পাচ্ছে কিনা? দেখতে পাচ্ছে বোঝা গেলে আরও শক্ত করে বাঁধন দেবে। তারপর গণনাকারী বা অন্য কেউ তার দুটি হাত পিছনের দিকে টেনে এনে প্রশ্ন করবে—

—আঁচলে কি?
—খই মুড়কি।
—খাসনি কেন?
—তোর কি?
—আর বাড়িতে কি?
—জুজু।
—লেগে যা কুকুৎ গিজু।

এই বলে 'কানামাছির' হাত ছেড়ে দেবে। তখন সবাই কানামাছির চারপাশে ঘুরবে আর বলবে—

কানামাছি ভোঁ! ভোঁ!
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।

'কানামাছি' হাতড়াতে হাতড়াতে কাউকে ধরতে পারলে বলে উঠবে—

—মামাগো মামা!
মাছ ধরেছি।
—কি মাছ?
—সরল পুঁটি।
—ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধর।

এবার 'কানামাছি' যাকে ধরেছে, তাকে ছেড়ে দিয়ে, আবার ধরবার চেষ্টা করবে। ধরতে পারলে, যাকে ধরল, সে 'কানামাছি' হবে। তার চোখ বেঁধে, ঠিক আগের মত প্রশ্নোত্তর চালিয়ে আবার খেলা শুরু হবে। আর ধরতে না পারলে তাকেই 'কানামাছি' থেকে যেতে হবে।

দাগ কাটাকাটি খেলা

এই খেলায় দু'জন খেলোয়াড় দরকার। কাগজে বা সেলেটে এইরকম একটি ছক কেটে নিয়ে খেলা হয়।

ছকের সামনে দুজন খেলোয়াড় মুখোমুখি বসবে। প্রথমে একজন একটি ঘরে × চিহ্ন দিয়ে দাগ কাটবে। অপরজন দ্বিতীয় ঘরে ○ চিহ্ন দেবে। পরপর তিনটি ঘরে যে কোন এক রকমের দাগ হলেই, সে তিনটিকে কেটে

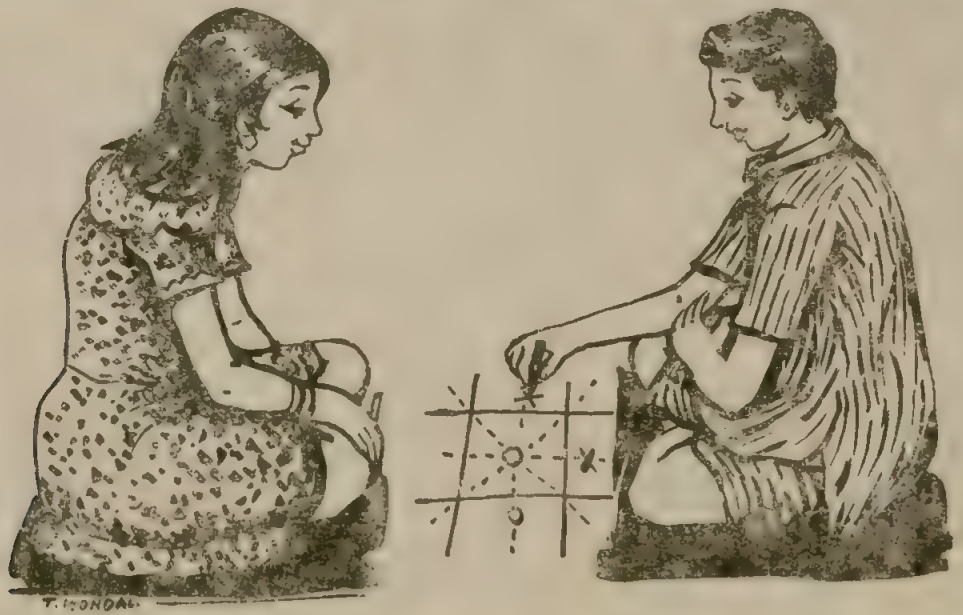

দেওয়া যাবে। কোণাকুণি বা পাশাপাশি কাটা চলবে। কিভাবে কাটা চলবে তাও দেখান হল। যে যতবার কাটতে পারবে সে তত পয়েন্ট পাবে। পঁচিশ পঞ্চাশ বা একশ—কত পয়েন্টে ওঠা তা আগে ঠিক করতে হবে। যে আগে পূর্ণ সংখ্যার পয়েন্ট পাবে খেলায় তারই জিত হবে।

আবোড় ডাবোর খেলা

খেলার নাম আবোড় ডাবোর। খুব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলা। এই খেলায় দুটি শিশুর দরকার। দুজনে মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসবে। দুজন দুহাত দিয়ে দুজনের দুটি কান ধরে আগে পিছে দুলতে দুলতে বলবে :—

আবোড় ডাবোর পাবকৌড়ি।
পাঁচ ছোলাতে ঘি মৌরি॥
ডিম ডাম বসন্তরি।
দত্ত বৌয়ের কানটি ধরি।

কানটি ধরি বলেই, কানে সামান্য মোচড় দেবে। দুজনে হাসিতে লুটিয়ে পড়বে।

ডাল দি ভাত দি খেলা

এটিও খুব ছোট ছেলে মেয়েদের খেলা। একজন ডান হাতটি এগিয়ে দিয়ে হাতের পাতা মেলে ধরবে। অন্যজন বাঁ হাত দিয়ে তার সেই হাতের কনুইয়ের কাছটি চেপে ধরবে। আর ডান হাতের আঙুলগুলি জড় করে তার হাতের

পাতায় ঠেকিয়ে খেলার ছড়াটি বলবে। ছড়ার এক একটি শব্দ বলে যেন তার হাতে খাবার দিচ্ছে,—এমন ভাব দেখাবে। যেমন 'ডাল দি' এইটুকু বলে, তার হাতের তালুতে খাবার দিল—এরকম একটা ভাব করবে।

খেলার ছড়া : ডাল দি
ভাত দি
ভাজা দি
রসা দি
মাছ দি
মাংস দি
দই দি
ক্ষীর দি
মণ্ডা দি
মিষ্টি দি
চাটনি দি
পায়েস দি

এইবার হাতটি খেলুড়ের মুখে ঠেকাতে ঠেকাতে বলবে :—
কাগার খাসি
বগার খাসি
হাম্‌ গড়াসি
কে খায় ?
খোকন খায় ?
খুকু খায় ?

তারপর বলবে, পাতে একটা মাছ পড়ে ছিল, কে নিয়ে গেল ?
খেলুড়ি বলবে—বেড়ালে নিয়ে গেল।
বেড়ালটা কোন দিকে গেল ? এই প্রশ্ন করে নিজেই বলবে—
এই এলতলা দিয়ে
বেলতলা দিয়ে
বাঘনীবুড়ির
কুলতলা দিয়ে
পালিয়ে গেল।

এই অংশটুকু বলার সময় হাতের তালু থেকে বগল পর্যন্ত আলতোভাবে আঙুল চালিয়ে (হারমোনিয়ামের রিডে তাড়াতাড়ি আঙুল চালিয়ে সুর বাজানোর মত) সুড়সুড়ি দেবে। খেলুড়ে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। তার হাসির ছোঁওয়া লেগে সেখানে যারা থাকবে সবাই ‘হো-হো’ ‘হি-হি’ করে হাসবে।

কু ঝিক-ঝিক খেলা

পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের খেলা। দশ থেকে কুড়ি-পঁচিশ জন ছেলে মেয়ে হলে খেলা ভালই জমবে।

ছেলে মেয়েরা একজনের পিছনে একজন লাইন করে দাঁড়াবে। সামনে দু হাত ছড়িয়ে তার ঠিক আগে দাঁড়াবে খেলোয়াড়ের দু কাঁধে দু হাত রাখবে। এই সময় ছেলে মেয়েরা ঘাড় ঘুরিয়ে পর পর এক-দুই-তিন-চার……এইভাবে

গণনা করে গেলে শুনতে ভাল লাগে। প্রথমে যে থাকবে সে ঘাড় ঘুরিয়ে বলবে—এক। দ্বিতীয়জন তার চেয়ে একটু নীচু পর্দায় গলা নামিয়ে সুর করে বলবে—দুই। তৃতীয়জন গলার সুর চড়িয়ে বলবে—তিন।

এবার দলের শেষে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড় হুইশিল বাজাবে। তখন প্রথমে যে দাঁড়িয়ে থাকবে সে খুব জোরে সুর টেনে বলবে—কু-উ-উ……। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই বলবে—ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্। আর সামনের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাবে। এইভাবে প্রায় ছোটার মত এগিয়ে যেতে যেতে সবাই বলবে—

আয়কম্ বায়কম্
তাড়াতাড়ি।
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ি॥
রেল কম্ ঝম্-ঝম্।
পা পিছলে আলুর দম॥

এইভাবে চলতে চলতে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে, মাঝে মাঝে, শেষের খেলোয়াড় হুইশিল বাজাবে। তখন সবাই থেমে যাবে এবং মুখে ঝিক্ ঝিক্ শব্দ করবে। আবার হুইশিল বাজালে সবাই খুব তাড়াতাড়ি "ঝিক্-ঝিক্ ঝিক্-ঝিক্" শব্দ করতে করতে এগিয়ে যাবে। এইভাবে খেলা চলবে।

খেলার নাম মুরগী লড়াই

ভারি মজার খেলা। দু দলে সমসংখ্যক খেলোয়াড় থাকবে। প্রথমে দুজন নেতা বা নেত্রী ঠিক করতে হবে। তারপর নাম পাতাপাতি করে, এক এক জন এক এক দলে যাবে। নাম পাতাপাতি করার নিয়ম আগেই বলা হয়েছে।

এবার সবাই হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াবে। তারপর এ দলের একজন এবং ও-দলের একজন মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে। তারা দুজনাই ডান পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বাঁ পায়ের হাঁটু মুড়ে তুলে রাখবে। প্রত্যেকে নিজের ডান হাতের পাতা দিয়ে বাঁ হাতের এবং বাঁ হাতের পাতা দিয়ে ডান হাতের বাহুর মাঝখানটি ধরে থাকবে। দুটি হাতের সামনের অংশ বুকে ঠেকে থাকবে। এবার 'রেডি গো' বা 'স্টার্ট' বা 'খেলা শুরু' বলা মাত্র দুজনে একপায়ে লাফাতে লাফাতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গিয়ে পরস্পরকে ধাক্কা দেবে বা ঠেলতে শুরু করবে। একবার ধাক্কা বা

ঠেলা দেওয়ার পর দুপা পিছিয়ে এসে আবার লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা বা ঠেলা দেবে। ঠেলা দেওয়ার সময় পড়ে গেলে বা গুটিয়ে রাখা পা'টি মাটিতে পড়লে সে 'ঘোড়' হবে অর্থাৎ হেরে যাবে। তখন তার দলের আর একজন

প্রতিযোগী লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসবে। এইভাবে খেলা চলবে। খেলা চলতে চলতে যখন কোনও দলের সব প্রতিযোগীই 'ঘোড়' হয়ে যাবে তখন খেলা শেষ হয়ে যাবে।

জল ভেঙাভেঙি খেলা

ছয় সাত থেকে দশ বার বছরের ছেলে মেয়েরা খুবই আনন্দ ও হৈ-হুল্লোড়ের সঙ্গে এই খেলাটি খেলে। সাধারণতঃ বাড়ির উঠানে, কি স্কুলের মাঠে, কি কোন মন্দির বা বারোয়ারি ঘরের সামনে ছেলে মেয়েরা এই খেলাটি করে থাকে। উঠান বা মাঠকে জল এবং ঘর, মন্দির বা স্কুলের বারান্দাকে ডাঙ্গা বলে ধরা হয়।

এটি দলগত খেলা। ছেলে মেয়ের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। ছ সাত জনেও খেলতে পারে। আবার দশ বার জনেও খেলতে পারে। তার বেশী বা কম হলে খেলা তেমন জমে না বা খেলতে অসুবিধা হয়।

খেলার শুরুতে 'উবু-দশ' গুনে কে কুমীর হবে, তা ঠিক করতে হবে ('উবু-দশ' গোনার পদ্ধতি আগেই বলা হয়েছে)। যে গোনায় বাদ পড়বে—সেই হবে বাঘ আবার কুমীর। তাকে ঘিরে ছেলে মেয়েরা দাঁড়াবে। তারপর সবাই একসঙ্গে সুর করে বেশ জোর গলায় জিজ্ঞাসা করবে—

জল ভেঙাভেঙি ক কড়া ?

সে উত্তর দেবে— ছ' পণ কড়ি ছ' কড়া।

আবার সবাই প্রশ্ন করবে—জল নিবি না ডাঙ্গা নিবি ?

সে হয় 'জল নোব' না হয় 'ডাঙ্গা নোব' বলবে। হয়ত বলল—'জল নোব'। তখন ছেলে মেয়েরা তাড়াতাড়ি 'ডাঙ্গা' বলে নির্দিষ্ট জায়গায় ছুটে গিয়ে উঠবে। তারপর দু-চার জন করে সবাই 'জল' বলে নির্দিষ্ট জায়গায় নেমে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকবে :—

এ কুমীর তোর জলে নেমেছি।
এ কুমীর তোর জলে নেমেছি।

বলতে বলতে কুমীরের কাছে এগিয়ে যেতেই যে কুমীর হয়েছে, সে তাদিকে তাড়া দিয়ে ধরতে যাবে। তখন তারা তাড়াতাড়ি 'ডাঙ্গা' বলে নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে পড়বে। উঠে পড়ার আগে কাউকে ধরতে পারলে—সে কুমীর হবে।

কাউকে ধরতে না পারলে সবাই 'ডাঙ্গা' বলে নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সুর করে বলতে থাকবে :—

এ বাঘ তোর ডাঙ্গায় উঠেছি।

এ বাঘ তোর ডাঙ্গায় উঠেছি।

তখন কুমীর বাঘ হয়ে গাঁক্ গাঁক্ করে ডাক ছাড়তে ছাড়তে 'ডাঙ্গা' বলে নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে সবাইকে তাড়া করবে। কাউকে ধরতে পারলে সে তখন 'বাঘ' হবে। আর ধরতে না পারলে, সবাই জল বলে নির্দিষ্ট জায়গায় নেমে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সুর করে বলতে থাকবে :—

এ কুমীর তোর জলে নেমেছি।
এ কুমীর তোর জলে নেমেছি॥

এইভাবে যথানিয়মে খেলা চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

আলুই মালুই খালুই দাও খেলা

এই খেলা ঘরোয়া খেলা। ঘরের ভিতরে কি তিনদিক ঘেরা বারান্দায় খেলা যায়। আবার মন্দির, মস্‌জিদ্ গির্জা কি বারোয়ারী আটচালাতে এ খেলা চলে।

এই খেলার জন্য ছেলে মেয়ে মিলে পাঁচজন খেলোয়াড়ের দরকার। শুধু ছেলেরা বা শুধু মেয়েরাও খেলতে পারে।

প্রথমে একজন উবু দশ করে, প্রথমে কে খেলা দেবে তা ঠিক করে নেবে। উবু দশ করে গোনার নিয়ম আগেই বলা হয়েছে। তারপর চারজন ঘর বা বারান্দার চার কোণে দাঁড়াবে। যে খেলা দেবে সে মাঝখানে দাঁড়াবে। সে ডান পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। বাঁ পা তুলে, হাঁটু মুড়ে পায়ের পাতা পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙ্গুলগুলি ধরবে। তারপর ডান হাতটি পেতে ধরে, এক পায়ে লাফাতে লাফাতে একজনের কাছে গিয়ে বলবে—

আলুই মালুই খালুই দাও।

সে অন্য কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে—

ও বাড়িতে চলে যাও॥

সে তখন তার কাছে গিয়ে ঐ একই কথা বলবে। একজনের কাছ থেকে, আর একজনের কাছে যাওয়ার সময়, প্রেলোয়াড়রা কোণ বদল করবে। সেই সময়ে যে প্রেলা দিচ্ছে, সে ছুটে গিয়ে 'কোণ' দখল করতে পারলে, তার ছুটি।

যে 'কোণ' হারাল, সে তখন প্রেলা দেবে। এইভাবে যতক্ষণ খুসি, প্রেলা চলবে। এই প্রেলাকে ধন্তা-ধুন্তি প্রেলাও বলে। তখন এইভাবে বলা হয় :—

ধন্তা ধুন্তি দে না
ও বাড়িতে যা না।

এলাটিং বেলাটিং খেলা

এটি দলগত খেলা। ছেলেরা ও মেয়েরা একসঙ্গে খেলতে পারে ; আবার একদলে ছেলেরা ও অন্যদলে মেয়েরা থাকতে পারে। বাড়ির উঠান কি ফাঁকা জায়গায় দু দল মুখোমুখি দাঁড়াবে। মাঝে দশ-বার হাত জায়গা ফাঁকা থাকবে।

দলের প্রত্যেকেরা পরস্পরের কাঁধ হাত দিয়ে ধরবে। তারপর খেলা শুরু হবে। একটি দল সমান তালে পা ফেলতে ফেলতে ধীরপদে এগিয়ে যেতে যেতে বেশ সুর করে সমস্বরে বলবে :—

এলাটিং বেলাটিং সইলো !

অন্য দল ঠিক একইভাবে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলবে—

কি খবর আইলো ?

প্রথম দলটি তখন তালে তালে পা ফেলে পিছিয়ে যেতে যেতে বলবে—

রাজার একটি বালিকা (বা বালক) চাইলো।

দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলটির মত তালে তালে পা ফেলে পিছিয়ে যেতে যেতে বলবে—

কোন বালিকা (বা বালক) চাইলো।

তখন প্রথম দলটি আগের মত এগিয়ে যেতে যেতে দ্বিতীয় দলের কোন ছেলে বা মেয়ের নাম ধরে বলবে—

মালতী বালিকা চাইলো।

যার নাম মালতী সে তখন নিজের দল ছেড়ে অন্য দলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলবে—

এই আমি যাইলো।

তারপর, যে দল থেকে ছেলে বা মেয়েটি অন্য দলে গেল, সেই দলের ছেলে মেয়েরা আগের মত সুর করে ছড়া বলে খেলা শুরু করবে :—

এলাটিং বেলাটিং সইলো।

কি খবর আইলো ?

রাজার একটি বালিকা (বালক) চাইলো।

কোন বালিকা (বালক) চাইলো ?

——বালিকা (বালক) চাইলো ?

এই আমি যাইলো।

এই ভাবে খেলা চলতে চলতে যখন সকলের দল বদল শেষ হয়ে যাবে, তখন খেলাও শেষ।

নাম পাতাপাতি খেলা

নাম পাতাপাতি দলগত খেলা। শুধু মেয়েরা খেলতে পারে; আবার ছেলে মেয়ে মিশিয়েও খেলতে পারে। দু দলের একজন করে নেতা বা নেত্রী ঠিক হবে। তারপর, কে কার দলে যাবে, সেটা ঠিক হয় নাম ডাকার মধ্য দিয়ে।

কি ভাবে নাম ডাকা হবে?ঃ ছেলে মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় আলাদা আলাদা দিকে চলে যাবে। তারপর দুজন, কার নাম কি হবে, তা ঠিক করে নেবে। নাম ঠিক করার বদলে, হাতের মুঠোয় কোনও জিনিস নিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে। তারপর তারা পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে দুই নেতা বা নেত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বলবে—

ইস্‌কা মিস্‌কা কিস্‌কা ডাক?

নেতা বা নেত্রীদের একজন বলবে—

সাম্‌পাতিকে মেরে ডাক।

তখন ঐ দুই জুটির যে কোন একজন বা দুজনই বলবে—

কে নেবে শম্পা?
কে নেবে টুম্পা?
বা কে নেবে টগর ফুল
কে নেবে জবাপাতা?

তখন ঐ নেত্রী দুজনের একজন বলবে—আমি নোব শম্পা; অপর একজন বলবে, আমি নোব টুম্পা। বা আমি নোব টগর ফুল; আমি নোব জবাপাতা।

তারপর যে, যা নাম নিয়েছে বা যে, যা জিনিস এনেছে—সেই অনুযায়ী সে এক একজন নেত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। এইভাবে দল গড়ার পর আসল খেলা শুরু হবে।

খেলা শুরুঃ এবার খেলার মাঠের দু ধারে দুটি দল সার বেঁধে বসবে। মাঝধারে দাগ কেটে, প্রত্যেক দলের জায়গার সীমা ঠিক করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক দলের নির্দিষ্ট জায়গাকে এই খেলার ভাষায় 'কোট' বলা হয়।

তারপর দলনেত্রীরা নিজ নিজ দলের একজন খেলোয়াড়ের জন্য কোন ফুল, ফল বা অন্যকিছু নাম ঠিক করে, সেই নামটি তার কানে কানে চুপি চুপি জানিয়ে দেবে।

এবার একজন দলনেত্রী অপর দলের প্রথম খেলোয়াড়ের চোখ টিপে ধরে, নিজের দলের যে কোন খেলোয়াড়ের নতুন দেওয়া নাম ধরে ডাকবে—আয় ত রে আমার কনকচাঁপা। তখন যার নাম হয়েছে কনকচাঁপা, সে চুপিচুপি,

অতি সাবধানে, ধীর পায়ে, নিজের জায়গা ছেড়ে, যার চোখ টিপে ধরা হয়েছে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে, তার কপালে নিজের আঙুল দিয়ে টিপ দেওয়ার মত করে ছোঁবে। তারপর ঠিক একই ভাবে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়বে।

এখন যার চোখ টিপে ধরা হয়েছিল, তার চোখের উপর থেকে হাত তুলে নেওয়া হবে। এবার তাকে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে কনকচাঁপা বলে নতুন নামে যাকে ডাকা হয়েছিল, যে তার কপাল ছুঁয়ে টিপ দিয়ে গেল, সে কে?

তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য কনকচাঁপার দলের সবাই তখন মাটিতে দু' হাত পেতে আড়াআড়ি ভাবে বগ্‌ড়াতে বগ্‌ড়াতে বলবে—ভাত খাই খাই গোবর দি।

ভাত খাই খাই গোবর দি॥

এ সময় যে কনকচাঁপা হয়ে কপালে টিপ দিয়ে এসেছিল, সে হেসে ফেললে বা তার চোখে ঘুমে ধরা পড়ার ভাব ফুটে উঠলে কিন্তু ঘুশ্‌কিল। তখন তাকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। যার কপালে টিপ দেওয়া হয়েছিল, সে যদি, যে টিপ দিয়েছিল, তাকে দেখিয়ে দিতে পারে, তাহলে তার জিত। সে তখন সামনের দিকে এক লাফে যতটা যেতে পারে, ততখানি গিয়ে বসবে। এবার তার দলের নেত্রী, অপর দলের প্রথম খেলোয়াড়ের চোখ টিপে ধরে নিজের দলের কোনও খেলোয়াড়কে, নতুন দেওয়া নাম ধরে ডাকবে। আর কে টিপ দিয়ে গিয়েছিল, তা দেখিয়ে দিতে না পারলে, বা দেখাতে ভুল হলে, প্রথম দলের নেত্রী আবার অপর দলের দ্বিতীয় জনের চোখ টিপে ধরে, আবার একজনকে ডাকবে।

এইভাবে খেলা চলবে। যার যার চোখ টিপে ধরা হবে—তারা, কে কে তাদের চোখ টিপে ধরেছিল তা বলতে পারলে—এক লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বসবে। এইভাবে খেলা চলতে চলতে এক দলের সবাই যখন মাঝের সীমারেখা পার হয়ে অপর দলের জায়গায় ঢুকে পড়বে – তখন সকলে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ধানভানার মত ভঙ্গী করে নাচতে নাচতে বলবে—

তোদের কোটে ধান ভানি।

তোদের কোটে ধান ভানি॥

সময় থাকলে আবার নতুন করে খেলা শুরু হবে।

খেলার নাম লুকোচুরি

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলা। ৫ বছর থেকে শুরু করে দশ বছরের ছেলে মেয়েরা লুকোচুরি খেলে। পাঁচ-ছ' জন থেকে শুরু করে দশ বার এমন কি পনের কুড়ি জনও খেলায় যোগ দিতে পারে। তার বেশী বা কম হলে খেলা তেমন জমে না।

খেলার নিয়ম ঃ প্রথমে 'উবু দশ' খুলে, কে চোর হবে, তা ঠিক করতে হবে। একজনকে বুড়ী ঠিক করতে হবে। সে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবে। বুড়ি চোরের চোখ, দু' হাত দিয়ে টিপে ধরে থাকবে, যাতে সে দেখতে না পায়। বাকি খেলোয়াড়রা যেখন জায়গা খুঁজে লুকিয়ে পড়বে। লুকানো জায়গা থেকে মুখে শব্দ করে 'কু' বা 'টুকি'

দেওয়ার পর, বুড়ি, চোরের চোখ থেকে হাত তুলে নেবে। চোর তখন লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়দের খুঁজতে বেরুবে। কাউকে ছুঁতে পারলেই, তার ছুটি। যাকে সে ধরতে পারবে বা ছোঁবে, সেই-ই তখন চোর হবে। আবার নতুন করে খেলা শুরু হবে। কিন্তু কাউকে তাড়া করার পর, ছুটে এসে বুড়ীকে ছুঁয়ে দিলে সে চোর হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

খেলোয়াড়দের সবাই যদি এ ভাবে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলে, তখন আবার খেলা শুরু হবে এবং প্রথমে যে চোর হয়েছিল, সেই-ই আবার চোর হবে। এইভাবে খেলা চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা একঘেয়ে না লাগে।

ইঁদুর বিড়াল খেলা

ছেলেরা বা মেয়েরা বা ছেলেমেয়ে একসঙ্গে মিলে এই খেলা খেলতে পারে সাধারণতঃ ১২-১৫ জনের কম হলে এই খেলা তেমন জমে না।

প্রথমে 'উবু দশ' গুনে ইঁদুর ও বিড়াল কে কে হবে, তা ঠিক করে নিতে হবে। তারপর ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াবে। গোল-এর ভিতরে ইঁদুর থাকবে। গোলের বাইরে থাকবে বিড়াল।

যে খেলা পরিচালনা করবে সে স্টার্ট বা খেলা শুরু বলতেই খেলা শুরু হবে। ইঁদুর 'গোলের' ভিতরে কয়েক পাক ঘুরবে। বিড়ালও সেইমত গোলকের বাইরে ঘুরবে। ঘুরতে ঘুরতে বিড়াল দুই খেলোয়াড়ের মাঝের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়বে ইঁদুরকে ধরতে। খেলোয়াড়েরা হাত ধরাধরি অবস্থাতেই, হাতের আটক দিয়ে বিড়ালকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেবে। বিড়াল কোনরকমে ভিতরে ঢুকলেই ইঁদুর 'গোল' থেকে বাইরে চলে আসবে। ইঁদুরকে কোন রকমেই বাঁধা দেওয়া হবে না। কিন্তু বিড়ালকে কখনও বা ধরা হাত ছড়িয়ে বা গুটিয়ে, কখনও বা ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও বা 'আধবসা' হয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করা হবে। বাধা কাটিয়ে বিড়াল গোলের বাইরে চলে এসে ইঁদুরকে তাড়া দেবে। ইঁদুর তখন ভিতরে ঢুকে পড়বে। এইভাবে তাড়া করে ইঁদুরকে ধরতে পারলে, 'ইঁদুর' বিড়াল হবে ও বিড়াল ইঁদুর হবে। আবার খেলা চলবে। এবার বিড়াল ইঁদুরকে ধরার পর নতুন করে ইঁদুর বিড়াল ঠিক করা হবে। এইভাবে, যতক্ষণ খুশী, খেলা চলতে থাকবে।

হুস্ হুস্ খেলা

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বা ছেলেরা ও মেয়েরা আলাদা ভাবে খেলতে পারে। সাধারণতঃ দশ বার জনের কম হলে খেলা তেমন জমে না।

প্রথমে 'উবু দশ' করে গুনে কে মোড় হবে অর্থাৎ কে খেলা দেবে তা ঠিক করতে হবে। উবু দশ করে গোনার বিষয় এর আগে বলা হয়েছে। যে খেলা দেবে, তাকে একটা গাছ দেখিয়ে, সেই গাছের কয়েকটি পাতা তুলে আনার কথা বলা হবে। পাতার সংখ্যা এমন হবে যে-পাতা তুলতে যে সময় লাগবে, তার মধ্যে খেলোয়াড়রা যেন লুকিয়ে পড়তে পারে।

পাতা তুলে আনার পর সে লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়দের খুঁজতে থাকবে। কোনও খেলোয়াড়কে দেখতে পাওয়া মাত্র, তার নাম ধরে 'হুস' বলে চেঁচিয়ে উঠবে। এইভাবে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দেখা মাত্র হুস্ দিতে হবে। এমন প্রথম

যাকে ছুস্ দেওয়া হয়েছিল, তাকে এবার খেলা দিতে হবে। অর্থাৎ অন্য খেলোয়াড়রা লুকিয়ে পড়বে আর তাকে সবাইকে খুঁজে বের করে ছুস্ দিতে হবে।

ছুস্ পায়নি এমন কোন খেলোয়াড় পিছন দিক থেকে এসে পিঠে চাপড় মেরে 'ধাপ্পা' বলে চেঁচিয়ে উঠে ধাপ্পা দিলে

চল্‌তি খেলা মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যাবে। যাকে ধাপ্পা দেওয়া হল, তাকেই আবার নতুন করে পাতা আনতে বলা হবে এবং সেই-ই লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে ছুস্ দেবে।

সবাইকে ছুস্ দেওয়া হয়ে গেলে, যে ছুস্ দিল, সে গুনতিমত পাতা তুলেছে কিনা, তা বাকি খেলোয়াড়েরা দেখতে পারে। ধরা যাক, ২৬টি পাতা তুলে আনতে বলা হয়েছিল। দেখা গেল, ২৫টি কি ২৭টি পাতা তোলা হয়েছে। পাতা এরকম কমবেশী হলে, তাকেই আবার পাতা তুলে এনে, খেলা দিতে হবে। যাকে প্রথম ছুস্ দেওয়া হয়েছিল, সে খেলা দেবে না, অর্থাৎ পাতা তুলে এনে লুকিয়ে পড়া খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করতে হবে না তাকে।

এক্কা দোক্কা খেলা

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক্কা দোক্কা খেলতে খুব ভালবাসে। তবে বড়রাও যে খেলে না তা নয়। পনের ষোল বছর বয়সের মেয়েদেরও এক্কা দোক্কা খেলতে দেখা যায়।

এক্কা দোক্কা খেলায় কমপক্ষে দু'জন খেলোয়াড় দরকার। তবে আট দশ জন মিলেও খেলতে দেখা গেছে। খেলোয়াড় যত বেশী হবে, খেলায় সময় তত বেশী নেবে।

মাঠে বা পিচ বাঁধানো রাস্তায় বা বিরাট বড় হলঘর কি বারান্দায় ছক্ কেটে নিয়ে এক্কা দোক্কা খেলতে হয়। কেমন ভাবে ছক্ কাটতে হবে, তা দেখান হল :

ছকের ঘরগুলি এমন হবে যে ছকের ভেতরে পা রাখলে যেন ঘরের দুটি দাগে পা না ঠেকে।

খোলামকুচি ঘষে ঘষে টাকার দ্বিগুণ আয়তনের একটি ঘুঁটির মত করে নিতে হবে। না পেলে একটুক্‌রো পাথর দিয়েও কাজ চলবে। এক টুক্‌রো ইট ঘষে ঘষে গোল করে নিয়ে ঘুঁটি তৈরী করে নিতে পারা যায়।

দুজন হলে একটা টাকা বা অন্য কিছু দিয়ে টস্, বা হেড-টেল করে নিয়ে কে আগে খেলবে, তা ঠিক করতে হবে। খেলোয়াড় বেশী হলে, কাগজের টুক্‌রোয় এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি লিখে, টুকরোগুলি ভাঁজ করে মুড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিতে হবে। সবাই একটি করে কাগজের টুকরো তুলে নিয়ে সকলের সামনে খুলবে। যার কাগজে যেরকম অঙ্ক লেখা

আছে, সে সেভাবে আগে পিছু খেলবে। অর্থাৎ যার কাগজে এক লেখা, সে আগে খেলবে। যার কাগজে পাঁচ লেখা, সে চারজনের পরে খেলবে।

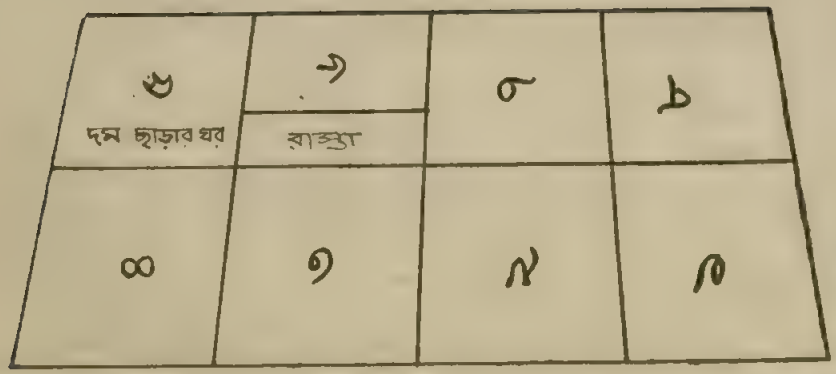

খেলা শুরু : খেলোয়াড় দাগের বাইরে থেকে হাতে করে ধরে থাকা ঘুঁটিটি প্রথমে বাঁ দিকের প্রথম ঘরে বা ১নং ঘরে ফেলবে। ঘুঁটি দাগে ঠেকলে চলবে না। এবার বাঁ পা তুলে, ডান পা দিয়ে লাফিয়ে ঘুরে কিৎ কিৎ শব্দ করতে করতে ১নং ঘরে ঢুকবে। তারপর ডান পা দিয়ে ঘুঁটিটি ঠেলতে ঠেলতে ২নং ঘরে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে। ঘুঁটি নিয়ে যাওয়ার সময় কোন ঘরের দাগে পা বা ঘুঁটি ঠেকলে চলবে না ; দম ছেড়ে দেওয়াও চলবে না। তাহলেই সে মোড় হয়ে যাবে।

এইভাবে ১নং থেকে ৫নং ঘরে যাওয়ার পর সে মুখে, 'তা' বলে (অর্থাৎ কিৎ-কিৎ-কিৎ-কিৎ-তা) দম ছাড়বে এবং দু পা ফেলবে। আবার পাঁচ নম্বর ঘর থেকে একই নিয়মে ছয়, সাত ও আট নম্বর ঘরে যাবে। আট নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে মুখে 'তা' বলবে ও দু পা ফেলবে। এবার এক নম্বর ঘরের খেলা শেষ হল।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ঘুঁটি চালার সময়, জোরে ঘুঁটি ঠেলে দিয়ে দু তিনটি ঘর পার করেও ফেলা যেতে পারে। তবে কোনাকুনি কি পাশাপাশি ঘরে পড়লেই মোড় হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেউ ১নং ঘর থেকে ঘুঁটি ঠেলে ৩নং কি ৪নং ঘরে ফেলতে পারে, কিন্তু পাঁচ, ছয়, সাত বা আট নং ঘরে গেলে চলবে না। আবার ৫নং থেকে ঘুঁটি ঠেলে ৭নং কি ৮নং ঘরে ফেলতে পারে ; কিন্তু ১, ২, ৩ কি ৪নং ঘরে গেলে চলবে না। দাগে ঘুঁটি ফেলা যে চলবে না, তা তো আগেই বলা হয়েছে।

এক নম্বর ঘরের খেলা শেষ হওয়ার পর ২নং ঘরে ঘুঁটি ফেলতে হবে। খেলা একই নিয়মে চলবে। এভাবে পরপর ৩নং, ৪নং, ৫নং, ৬নং, ৭নং ও ৮নং ঘরে ঘুঁটি ফেলে খেলতে হবে। কিন্তু ১নং ঘর থেকেই দম সহ কিৎ কিৎ বলতে বলতে, নিয়মমত যেতে হবে। নিয়মমত ৫নং ঘরে গিয়ে দু'পা বাড়িয়ে 'তা' বলে দম ছাড়বে এবং ৮নং ঘরের বাইরে এসে 'তা' বলে দম ছাড়বে। তবে ৫নং ঘরে ঘুঁটি ছোড়ার পর, সে ঘরে পা ফেলাও চলবে না বা দম ফেলাও চলবে না। দম সহ ঘুঁটি ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে আসতে হবে।

এভাবে সব ঘরে ঘুঁটি ফেলে খেলা শেষ করার পর দু'বার 'চু' দিয়ে যেতে হবে। 'চু' দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁ পা তোলা থাকবে ও ডান পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের দাগ না মাড়িয়ে যেতে হবে। অবশ্য ৫নং ঘরে গিয়ে দু' পা ফেলবে কিন্তু দম ছাড়লে চলবে না। আট নম্বর ঘর পার হওয়ার পর দম ছাড়তে পারবে।

চু দিয়ে যাওয়া শেষ হওয়ার পর চোখ বুজে দু' হাতের তর্জনী দিয়ে, দু' চোখের পাতা টিপে ধরে, দাগে পা না ঠেকিয়ে, প্রথমে এক নম্বর ঘরে গিয়ে, খেলোয়াড় জিজ্ঞেস করবে—আউট ? যদি দাগে পা পড়ে তাহলে সঙ্গীরা বলবে—আউট। পা না পড়লে বলবে—না। ঐভাবে ৫নং ঘর পর্যন্ত গিয়ে চোখ খুলতে পারবে। আবার চোখ বুজে পরপর ৬, ৭ ও ৮নং ঘর পার হয়ে যেতে হবে। তারপর চোখ খুলে হাতে ঘুঁটি নিয়ে, বাঁ পা তুলে, ডান পায়ে লাফাতে লাফাতে ও মুখে কিৎ কিৎ বলতে বলতে, দাগ না ছুঁয়ে, ১নং, ২নং, ৩নং ও ৪নং ঘর পার হয়ে গিয়েই দাগের ও পাশে দু'পা ফেলে 'তা' বলে দম ছাড়বে। এবার চার ও পাঁচ নম্বর ঘরের ঠিক মাঝামাঝি কোন জায়গা হচ্ছে, তা দেখে নিয়ে, সেখানে দাঁড়িয়ে, মুখ বুজে

(যেন দাঁত না দেখা যায়) পিছনে না তাকিয়ে, হাতের ঘুঁটিটি মাথা টপ্‌কে পিছনের দিকে ছুঁড়ে দিতে হবে। ঘুঁটি কোন ঘরের দাগে পড়লে বা ছকের বাইরে পড়লে সে মোড় বা আউট হয়ে যাবে। যদি ঘরে পড়ে, তাহলে যে ঘরে ঘুঁটি পড়বে, সেই ঘরটি সেই খেলোয়াড়ের কেনা হয়ে গেল। সে তখন সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করবে—তাই সেই ঘরের ভিতর দিয়ে রাস্তা চায় কিনা। যদি চায়, তাহলে ঘরের মাঝখানে একটা দাগ টেনে রাস্তা দিতে হবে। বাকি অংশটুকুতে কাটাকাটি দাগ টেনে রেখে দেওয়া হবে। অন্য খেলোয়াড়রা খেলার সময় সেই ঘরের রাস্তা ছাড়া অন্য অংশে পা দিলে মোড় বা আউট হয়ে যাবে। তবে যে ঘর কিনল, তার বেলায় কোন নিষেধ থাকবে না। সে সেই ঘরে দু' পা ফেলে দাঁড়িয়ে দম্ ছাড়তে পারবে। খেলোয়াড়রা কোনও কেনা ঘরের মধ্য দিয়ে রাস্তা না চাইলে সে ঘরটি একপায়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে হবে। তখন ঘরে পা পড়লে মোড় বা আউট হয়ে যাবে।

ঘর কেনার পর ইচ্ছা করলে সে খেলার দান ছেড়ে দিতে পারে। তখন তার পরের খেলোয়াড় খেলা শুরু করবে। আর ইচ্ছা করলে সে আবার ১নং ঘর থেকে খেলা শুরু করতে পারে। যতক্ষণ না মোড় বা আউট হয় ততক্ষণ সে এইভাবে খেলে সে সব ঘরগুলি কিনে নিতে পারে এবং কেনা ঘরে সে দু' পা ফেলে দম ছাড়তে পারবে। অবশ্য একজন খেলোয়াড় একবারও মোর বা আউট না হয়ে সব ঘরগুলি এভাবে কিনে নিতে পারে না। হয় তার দম ছেড়ে যায়, না হয় দাগে পা ঠেকে যায় ; বা ঘুঁটিও পড়ে যেতে পারে।

বুড়ি বসন্তি খেলা

বুড়ি বসন্তি ভারি মজার খেলা। এই খেলায় দু দলে সমান সমান খেলোয়াড় দরকার। এক এক দলে পাঁচজনের কম খেলোয়াড় থাকলে খেলা তেমন জমে না।

মাঠের মাঝখানে খানিকটা জায়গায় গোল করে দাগ দিয়ে নিয়ে খেলার ঘর কাটা হয়। সেই গোল দাগের মধ্যে খেলোয়াড়রা যাতে ঘোলামেলা ভাবে দাঁড়াতে পারে, সেদিকে নজর রাখা চাই। দাগ কাটা জায়গা থেকে বেশ খানিকটা

দূরে, একটা গাছ কি খুঁটি কি দেওয়াল, কি বারান্দার থাম ঠিক করে রাখা হয় যেন খেলার বুড়ি দরকার মত, গোল ঘর থেকে বেরিয়ে সেটিকে ছুঁয়ে দিতে পারে। এটিকে বুড়ির গাছ বলা হয়।

এইবার একটি টাকা বা দশ পয়সা পাঁচ পয়সা যা হোক বিয়ে টস্ করে ঠিক করতে হবে—কোন দল গোল ঘরের মধ্যে থাকবে, আর কোন দল বাইরে থাকবে। ঘরের মধ্যে যারা থাকবে তারা তাড়া দেবে। তাই তাদের অনুধাবক বলা যেতে পারে। আর বাইরে থাকা খেলোয়াড়রা তাড়া খেয়ে ছুটবে। তারা হল ধাবক।

অনুধাবকরা গোল দাগ কাটা ঘরের মধ্যে থাকবে। তারা নিজেদের ভিতর থেকে বেশ পাকাপোক্ত, ছুঁসিয়ার একজন খেলোয়াড়কে বুড়ি ঠিক করবে। বুড়ি ঘরের মাঝখানে হাঁটু মুড়ে বসে থাকবে। বাকি অনুধাবক খেলোয়াড়রা হাত দিয়ে তার মাথা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ধাবকরা দাগের বাইরে, একটু দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

খেলা শুরু : বাঁশী বাজলে বা স্টার্ট বললে খেলা শুরু হবে। দাগের ভিতর থেকে একজন অনুধাবক 'চু' বা 'কিৎ কিৎ' বলতে বলতে বেরিয়ে এসে ধাবকদের তাড়া করে ছোটাবে। সে তাড়া দিয়ে ধাবকদের কাউকে ছুঁতে পারলে, যাকে ছুঁয়ে দেওয়া হল, সে মোড় বা আউট হয়ে যাবে। তবে একদমে একজনের বেশী খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে মোড় বা আউট করা চলবে না। কোন অনুধাবক এভাবে তাড়া লাগিয়ে কাউকে মোড় বা আউট করে দিলে, অন্য একজন অনুধাবক তার পরের বার খেলতে নামবে ; অর্থাৎ ধাবকদের তাড়া দেবে।

অনুধাবক তাড়া দেওয়ার সময় দম ছেড়ে দিলেই মুশ্‌কিল। তখন ধাবক দলের কেউ তাকে ছুঁয়ে দিলে সে মোড় বা আউট হয়ে যাবে। আবার ভুল করে একসঙ্গে দু'জন অনুধাবক ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে ধাবকদের তাড়া দিলে, ধাবকদের কেউ ঐ দুজনের একজনকে ছুঁয়ে দিয়ে মোড় বা আউট করে দিতে পারে। দম ছাড়ার সময় হলে, তাড়া দেওয়া অনুধাবক তাই তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে।

একদলের একজন মোড় বা আউট হলে, অপর দলের মোড় বা আউট হয়ে থাকা, একজন খেলোয়াড় বেঁচে যাবে। অর্থাৎ সে আবার খেলার সুযোগ পাবে। দুই কি তারও বেশী খেলোয়াড় মোড় বা আউট হয়ে বসে থাকলে যে আগে মোড় বা আউট হয়েছে সে আগে বেঁচে যাবে।

বুড়ি সবসময় সতর্ক থাকবে—কি করে সে দাগের বাইরে নির্দিষ্ট করে রাখা গাছ, খুঁটি কি দেওয়ালটি ছুঁতে পারে। দাগের বাইরে আসার পর ধাবকরা, বুড়িকে ছুঁয়ে দিলে (বুড়ি গাছ বা খুঁটি বা দেওয়াল ছোঁওয়ার আগে), বুড়ি

ঘোড় বা আউট হয়ে যাবে। বুড়িকে ঘোড় বা আউট করে দিলে, অনুধাবকদের সকলেই ঘোড় বা আউট হয়ে যাবে। তখন ধাবকরা অনুধাবক হয়ে গোল ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বিজেদের মধ্য থেকে একজনকে বুড়ি ঠিক করবে। আর অনুধাবকরা ধাবক হবে। তাই খেলার সময় ধাবকরা সতর্ক থাকে, যেন বুড়ি গাছ ছুঁতে এলে, ছোঁওয়ার আগেই তাকে ঘোড় বা আউট করে দেওয়া যায়। আর তাড়া দেওয়া অনুধাবক চেষ্টা করে ধাবকদের তাড়া দিয়ে, অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। তাহলে বুড়ির পক্ষে বিনাবাধায় নির্দিষ্ট গাছ ইত্যাদি ছোঁওয়া সম্ভব হবে। বুড়ি গাছ ছুঁয়ে দিতে পারলে, অনুধাবকরা একটা 'গেম' পেয়ে যাবে। অর্থাৎ সে পালায় তাদেরই জিত হবে। তারা আবার অনুধাবক হয়ে খেলার সুযোগ পাবে।

দেখা গেল বুড়ি হয়ত ঘরের বাইরে এসে গাছ ইত্যাদি ছোঁওয়ার কোন সুযোগই পেল না। সেক্ষেত্রে বাইরে থাকা ধাবকদের সকলকে ছুঁয়ে ঘোড় বা আউট করে দিতে পারলে, একটা গেম শেষ হবে। আবার 'চু' বা কিৎ কিৎ নিয়ে আসা অনুধাবকদের সকলকেই দম ছাড়ার পর ছুঁয়ে দিয়ে আউট বা ঘোড় করে দিতে পারলে, ধাবকদল অনুধাবক হয়ে খেলার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ খেলার পালাবদল হবে।

চু বা কিৎ কিৎ এর বদলে ছড়া বলেও খেলা নিয়ে যাওয়া হয়। দু' একটি ছড়া এখানে লিখে দেওয়া হল :—

আম ছুঁ, আম ছুঁ !
চিবিয়া বাদাম ছুঁ·····

অনুধাবক এই শেষের লাইনটি বিশেষ ভঙ্গীতে বার বার আবৃত্তি করবে। যেমন—

চিবিয়া বাদাম ছুঁ·····চিবিয়া বাদাম ছুঁ·····
চিবিয়া বাদাম ছুঁ····· ···

আবার :—

আম পাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চলবে ঘোড়া
ওরে বিবি সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগ্‌লা ঘোড়া·· ·····
পাগ্‌লা ঘোড়া·····পাগ্‌লা ঘোড়া·····